148

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ MAY 9 1999
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

রাকসু নির্বাচন স্থগিত ঘোষণায় রাজশাহী ভার্সিটি ক্যাম্পাস উত্তপ্ত

রাঃ বিঃ রিপোর্টার ঃ রাকসু নির্বাচন স্থগিত ঘোষণাকে কেন্দ্র করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। ছাত্র সংগঠনগুলো বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে। গত বৃহস্পতিবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫টি বাস বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা ভাংচুর করেছে। ছাত্রলীগ বাদে সকল ছাত্র সংগঠনই (শনিবার) ক্যাম্পাসে পূর্ণ দিবস ছাত্র ধর্মঘট ডেকেছে। প্রশাসন বলেছে, 'তারা যে কোন প্রকার কর্মকাণ্ড কঠোর হস্তে দমন করবে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও ছাত্র সংগঠনগুলো পরস্পর মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি আগামী ২০ মে অনুষ্ঠিতব্য রাকসু নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করলে ছাত্রলীগ বাদে সকল ছাত্র সংগঠনই ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করে। পুরো ক্যাম্পাস বিক্ষোভের ক্যাম্পাসে পরিণত হয়। প্রশাসন ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করে। ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অনেক ছাত্রই হল ছেড়ে বাড়ীর উদ্দেশে রওয়ানা দিয়েছে। সবাই আশংকা করছে ছাত্র সংগঠনগুলোর গণতান্ত্রিক কর্মসূচীতে বাধা দিলে বড় ধরনের সংঘর্ষ হতে পারে।

ছাত্রদল শুক্রবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় ক্যাফেটেরিয়ায় আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে শনিবার ও আজ রবিবার ক্যাম্পাসে পূর্ণ দিবস ছাত্র ধর্মঘট ও দাবী না মানলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে বয়কট করাসহ তিন দফা কর্মসূচী প্রদান করে বলেছে, ধর্মঘট চলাকালে ক্লাস ও পরীক্ষাসমূহ বন্ধ থাকবে। প্রশাসন কর্মসূচী বানচালের ষড়যন্ত্র করলে ক্যাম্পাস অচল করে দেয়া হবে।

এদিকে ভিসি শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাকসু নির্বাচন বন্ধের বিভিন্ন যৌক্তিকতা বর্ণনা করে বলেন, ক্লাস পরীক্ষা বন্ধ করা সন্ত্রাসী কাজ। যে কোন ধরনের সন্ত্রাসী কাজ কঠোর হস্তে দমন করা হবে এবং গ্রীষ্মকালীন ছুটি যথা সময়েই হবে।

রাকসু নির্বাচন স্থগিত ঘোষণায় ছাত্রশিবির ও ছাত্রমৈত্রীর নিন্দা

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি মতিউর রহমান আকন্দ ও সেক্রেটারী জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের গত (শুক্রবার) এক বিবৃতিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি কর্তৃক ছাত্র-ছাত্রীদের বৈধ অধিকার রাকসু নির্বাচন অবৈধ ও অগণতান্ত্রিকভাবে স্থগিতের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে নেতৃদ্বয় বলেন, দীর্ঘ নয় বছর পর রাকসু নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা হলেও আওয়ামী-বাকশালী মদদপুষ্ট ভিসি ছাত্র-ছাত্রীদের ঐ বৈধ ফোরামের নির্বাচন বানচাল করার জন্য নানাভাবে টালবাহানা করতে থাকেন। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের দাবীর মুখে রাকসু নির্বাচন স্থগিতের কোন কারণ খুঁজে না পেয়ে তথাকথিত কতিপয় অভিযোগ দাঁড় করিয়ে নির্বাচন সাময়িকভাবে স্থগিত করেছেন। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হলো- বর্তমান সরকার ও তার মদদপুষ্ট-ভিসি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নয়।

বাংলাদেশ ছাত্রমৈত্রীর কেন্দ্রীয় সভাপতি জিয়াউল হক জিয়া এবং সাধারণ সম্পাদক দীপংকর সাহা দীপু এক বিবৃতিতে রাকসু নির্বাচন বাতিল করায় ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তারা বলেন, রাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কর্তৃপক্ষ সরকারের স্বার্থ রক্ষার জন্য অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে মাঠে নেমেছে।